দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

দুই মাদ্রাসার অধ্যক্ষসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দুদকের

ভুয়া পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঘুষ নিয়ে ভুয়া নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে অবৈধভাবে সহকারী শিক্ষক পদে দুইজনকে নিয়োগ দেওয়ায় দুই মাদ্রাসার অধ্যক্ষসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। মঙ্গলবার কমিশনের নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এ ছয়জন হলেন যশোর সরকারি সিটি কলেজের সাবেক প্রধান সহকারী এবং বর্তমানে সাতক্ষীরা তালা সরকারি কলেজের প্রধান সহকারী মো. মিজানুর রহমান, যশোরের কেশবপুর থানার সাগরদাড়ীর বগা শাহকাররীয়া আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো. আলী আহসান, একই মাদ্রাসার সভাপতি এস এম বাবর, যশোরের কেশবপুর থানার দারুল উলুম মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুল মতিন, নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক শামসুন নাহার শিউলী ও মাহমুদা খাতুন। বুধবার মামলাটি দায়ের করা হয়।

দুদক সূত্র জানায়, এ ছয়জন পরস্পর যোগসাজশে ২০১৫ সালের ৪ জুন নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল বিবরণীতে ও মাদ্রাসার রেজুলেশন বহিতে রক্ষিত ডিজির প্রতিনিধি হিসেবে যশোর সরকারি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবু তোরাব মো. হাসান, বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে মো. আব্দুল হালিম এবং আশীষ কুমার সরকারের নামের স্বাক্ষর দেন এবং বিষয় বিশেষজ্ঞ ও ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়নপত্রে রক্ষিত প্রফেসর আবু তোরাব মো. হাসানের স্বাক্ষর জাল করে তা ব্যবহার করেন।

প্রকৃতপক্ষে ওই তারিখে কোনো নিয়োগ পরীক্ষা হয়নি। এস এম বাবর ও অধ্যক্ষ মো. আলী আহসান ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত ভুয়া নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল বিবরণীর ভিত্তিতে শামসুন নাহার শিউলী এবং মাহমুদা খাতুনকে অবৈধভাবে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করেন। এমন অভিযোগ দুদকে জমা পড়লে দুদক অনুসন্ধান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পায়। এ ব্যাপারে দুদকের সহকারী পরিচালক ওয়াজেদ আলী গাজী বিস্তারিত প্রতিবেদন কমিশনে জমা দেন। কমিশন যাচাই-বাছাই করে মামলা দায়েরের অনুমোদন দেয়।